Name : Sumana Ghosh .

Collage : Gangadharpur Mahavidya Mandir.

Department : History

Sem : 2nd (CC -3).

Topic : Kushan History.

১০. কুষাণ শাসনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

অভারতীয় হলেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে কুষাণদের অবদান

খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে এশিয়ার তুর্কীস্থান ও সিংকিয়াং অঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকার কিয়দংশ নিয়ে কুষাণরা এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জন্মসূত্রে বিদেশী হয়েও দীর্ঘকাল ভারতে বসবাসের ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য ।

রাজনৈতিক দিক থেকে কুষাণদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল মৌর্যোত্তর যুগে উ ভারতে এক সুসংগঠিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ভারতে বিস্তারলাভ করার পূর্বে কুষাণ সম্রা মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়া, পার্থিয়া, কাশগড়, খোটান ও পামীর মালভূমি অঞ্চলে বি ছিল। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, প্রথম দিকে কুষাণ সাম্রাজের মূল কেন্দ্র ছি পূর্ব ব্যাকট্রিয়া, রাজধানী লান-সি। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পশ্চিম ব্যাকট্রি বলখ্ নগরীতে। কণিষ্ক মধ্য এশিয় সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও তাঁর রাজধানী হিসাবে বে

কুষাণদের ভারতীয়করণ

নেন পুরুষপুর বা পেশোয়ারকে। এর ফলে কুষাণদের ভারতীয়করণের প্রক্রিয়া সম্প

ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার ও তার ভারতীয়করণের পেছনে অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করেছিল। চীনা ঐতিহাসিক ফেন-ই রচিত হৌ হান শু গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, বিম কদফিস পহ্লবদের কাছ থেকে সেন-তু বা নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা জয় করে নেওয়ার পর থেকেই কুষাণরা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় সেন-তুর বন্দরগুলির সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই বহির্বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ধার্য করে কুষাণরাজগণ বিশাল পরিমাণ সম্পদ আহরণ করেন। তাছাড়া চীনা রেশম প্রসিদ্ধ রেশম পথ (Silk route) দিয়ে রোমে রপ্তানি হত। নানা কারণে এই বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে গেলে চীনা রেশম ব্যাকট্রিয়া হয়ে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার বন্দর দিয়ে রোমে রপ্তানি হতে থাকে। এই বন্দরগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি বিম কদফিসকে এই অঞ্চল বিজয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। প্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আরও দেখিয়েছেন কণিষ্ক হীরক খনি সমৃদ্ধ মালব অধিকার করে প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন। অতএব কুষাণদের মধ্য এশিয় সাম্রাজ্যে ভারতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

কুষাণরাজগণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে কুষাণশাসিত ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল। কুষাণদের ভারতীয়করণের প্রক্রিয়া এর ফলেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমদিকের কুষাণরাজগণ শিবের উপাসক ছিলেন কিন্তু কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ দুর করার উদ্দেশ্যে কণিষ্ক চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ অশ্বঘোষ ও পার্শ্ব এবং দার্শনিক বসুমিত্র ছিলেন সঙ্গীতির প্রাণপুরুষ। এখানে ত্রিপিটকের লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তি সংশোধন ও অলিখিত অংশের লিখিত রূপ দেওয়া হয়। নতুন গ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মের নতুন ব্যাখ্যাও করা হয় যার ফলে মহাযান মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। বৌদ্ধধর্মে বিভেদের সূচনা ইতিপূর্বেই ঘটেছিল, চতুর্থ সঙ্গীতিতে তা পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কুষাণোত্তর ও গুপ্তযুগে মহাযান মতবাদ ভারতে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান মতবাদের বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ার খোটান থেকে ক্রমে চীন, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়। বাণিজ্য প্রসারের মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ব্যাকট্রিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডেএক সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে তুর্কীস্তান ও সিনকিয়াং অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার, কণিষ্ক কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে সহায়ক হয়েছিল।

কুষাণ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে। কুষাণ-রাজদের নির্মিত অসংখ্য চৈত্য, মন্দির, স্তূপ ও বিহার ভারতীয় ও বিদেশী স্থাপত্য শৈলীর স্বাক্ষর বহন করে। কণিষ্ক নির্মিত পুরুষপুরের প্রখ্যাত চৈত্য খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। সুরখ কোটাল, তক্ষশিলা ও তারমেজের নিকটবর্তী কারাটেপে খননকার্যের ফলে সে যুগের মন্দির, বিহার প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কুষাণযুগে ভাস্কর্য বলতে প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার শিল্পরীতিকেই বোঝায়। এর পাশাপাশি গাঙ্গেয় উপত্যকায় মথুরা, অন্ধ্রের অমরাবতী ও মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ায়

কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক অশ্বঘোষের অবদান সর্বাধিক। তিনি তাঁর কাব্য ও নাটক
বৌদ্ধধর্মের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁর রচিত বুদ্ধচরিত প্রাচীন ভারতের
রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম সাহিত্যগত উপাদান। দুঃখ, শূন্যতা ও অনাত্ম
তথাগতদর্শনের তিনি উদ্গাতা। এছাড়া সৌন্দরানন্দ ও সারিপুত্রপ্রকরণও তাঁর
শেষোক্ত রচনাটিকে প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক বলে মনে করা হয়। অন্যান্য
সমসাময়িক কুমারলাট ও মাতৃচেত। প্রথমজনের রচনা সূত্রালঙ্কার ও দ্বিতীয়
বৌদ্ধক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছিল। এ যুগের অপর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক নাগার্জুন।
তিনি কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ভেষজ বিজ্ঞানে চরক ও
নাম উল্লেখযোগ্য। চরক চরকসংহিতা রচনা করেন বলে কেউ কেউ দাবি
সুশ্রুতের গ্রন্থে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে দুটি পরিচ্ছেদ আছে। সুশ্রুতের সঠিক
নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

কুষাণ সাম্রাজ্যে সামন্ততন্ত্র ছিল নাকি তা আমলাতন্ত্র ভিত্তিক কেন্দ্রীয় শাসন
নিয়ে বিতর্ক আছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কুষাণ সাম্রাজ্যের কিছু
ছিল ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপের মত আমলা শাসিত, কিছু ছিল বিশেষ বিশেষ
শাসিত যা কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করত এবং বাকি অঞ্চল ছিল
সামন্তশাসিত। প্রতিটি অঞ্চলই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল যদিও নির্ভ
পরিমাণ এক ছিল না। কুষাণরাজদের দৈব অধিকার ভিত্তিক উপাধি গ্রহণ প্রমাণ
তাঁরা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং মধ্য
ইওরোপীয় অর্থে সামন্ততন্ত্র কুষাণ সাম্রাজ্যে ছিল না। সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে
সামন্ত নিজের অধিকারে শাসন করতেন যতদিন তিনি কুষাণরাজকে নিয়মিত কর
কুষাণরাজদের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চলে ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপদের মত আমলারাই গুরু
ভূমিকা পালন করত।

সুবিস্তীর্ণ কুষাণ সাম্রাজ্যে মানুষের স্বাধীন যাতায়াত সুনিশ্চিত ছিল। এর ফ
বাণিজ্যিক লেনদেন নয়, চিন্তার আদান-প্রদানও সম্ভব হয়। ভৌগোলিক, জাতি
সংস্কৃতিগত দিক থেকে নিঃসম্পর্ক মানুষ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পেরেছি
এশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে একদিকে রাজনৈতিক, অপরদিকে সাংস্কৃতিক যো